দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 07 SEP 2004

শিক্ষক সঙ্কটে খুবি

এক তৃতীয়াংশ শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাছুটিতে থাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে বিরূপ প্রভাব

ডি এম রেজা

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ ও উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এখন চরম শিক্ষক সংকটে ভুগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি স্কুলের ১৬টি ডিসিপ্লিনে ৪ হাজার ২৮৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ২৬০ জন। এর মধ্যে শিক্ষাছুটিতে রয়েছে ৯১ জন। তবে কয়েকজন শিক্ষকের শিক্ষাছুটিতে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনাহীন রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার মাঝে শিক্ষাছুটিতে যাওয়া শিক্ষকের এ সংখ্যা উদ্বেগজনক। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ও সুনামের উপর। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে এ মুহূর্তে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৯১ জন শিক্ষক একযোগে শিক্ষাছুটি ভোগ করছেন। এ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকই শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত রয়েছেন। ৪/৫ বছর ধরে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন এমন নজীরও এখানে রয়েছে। শিক্ষাছুটিতে থাকা শিক্ষকদের বেতন বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রতিবছর কোটি টাকার উপরে ব্যয় করতে হচ্ছে। শোনা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অসাধু সিন্ডিকেট 'শিক্ষাছুটি বাণিজ্যে' লিপ্ত রয়েছে। সিন্ডিকেটগুলো নিজেদের পছন্দ মাফিক শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে শিক্ষাছুটি মঞ্জুরের ব্যবস্থা করেন। এমনও দেখা গেছে একটি ডিসিপ্লিনে ২১ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৪ জনকেই শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি স্কুলে মোট ১৬টি ডিসিপ্লিন রয়েছে। এর মধ্যে আর্কিটেকচারলোজি ডিসিপ্লিনে ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে ১৮ জনের মধ্যে ১১ জন, কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিনে ২১ জনের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। এ ছাড়া আর্কিটেকচার ডিসিপ্লিনে ২০ জনের মধ্যে ৮ জন, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনে ২০ জনের মধ্যে ৬ জন, ইকোনমিক্স ডিসিপ্লিনে ১৩ জনের মধ্যে ৪ জন, ইংলিশ ডিসিপ্লিনে ১৪ জনের মধ্যে ৩ জন, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ডিসিপ্লিনে ১১ জনের মধ্যে ১ জন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিসিপ্লিনে ১৪ জনের মধ্যে ২ জন, ফিশারিজ ডিসিপ্লিনে ২২ জনের মধ্যে ৬ জন, ফরেস্ট্রি এন্ড উড ডিসিপ্লিনে ২৩ জনের মধ্যে ১০ জন, ম্যাথমেটিক্স ডিসিপ্লিনে ১১ জনের মধ্যে ২ জন, ফার্মেসি ডিসিপ্লিনে ১৪ জনের মধ্যে ৬ জন, সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিনে ১১ জনের মধ্যে ১ জন, সোসিওলজি ডিসিপ্লিনে ৭ জনের মধ্যে ৩ জন এবং আরবান এন্ড প্লানিং ডিসিপ্লিনে ২৪ জনের মধ্যে ১০ জন শিক্ষক শিক্ষাছুটিতে রয়েছেন। এ তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক প্রভাষক এবং সহযোগী অধ্যাপকও রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে আরো ১০ জন শিক্ষক লিয়েন-এর মাধ্যমে অন্যত্র কর্মরত রয়েছেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তৃতীয়াংশ শিক্ষক একযোগে শিক্ষাছুটিতে থাকায় তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থী ও স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের উপর। সাধারণ শিক্ষার্থী যারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে পড়ছে, তাদের কয়েকজন জানিয়েছে নিজ ডিসিপ্লিনের শিক্ষকদের সবার নাম জানলেও এখন পর্যন্ত কোন কোন শিক্ষককে তারা চোখেও দেখেনি। শিক্ষক স্বল্পতার ফলে শিক্ষা কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মহল শিক্ষাছুটিকে বাণিজ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষাছুটির অনুমোদন পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে ঐ মহলগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। তাই কোন কোন ডিসিপ্লিনে একযোগে ১২ থেকে ১৪ জন পর্যন্ত শিক্ষকের শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। কোন কোন শিক্ষক কয়েক বছর ধরে শিক্ষাছুটিতে রয়েছেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডিসিপ্লিন প্রধান নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, একযোগে এত শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে থাকায় স্বাভাবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের উপর প্রভাব পড়ছে। শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে কিছু পার্ট টাইম শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বছরের পর বছর শিক্ষকরা শিক্ষাছুটিতে থাকার বিষয়ে তিনি জানান, একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ ৬ বছর শিক্ষা ছুটিতে থাকতে পারেন। শিক্ষাছুটিতে থাকা শিক্ষকদের প্রথম ৪ বছর পূর্ণ বেতন এবং পরের এক বছর অর্ধেক বেতন প্রদান করা হয়। তবে এ অবস্থা কাঙ্ক্ষিত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।